তারিখ 12 MAY 1993
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

দৈনিক ইত্তেফাক

# বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উন্নয়নের আন্দোলন গড়িয়া তুলুন

**—প্রধানমন্ত্রী**

বাসস জানায়, প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে আন্দোলন গড়িয়া তোলার আহ্বান জানাইয়াছেন। তিনি গতকাল (মঙ্গলবার) ঢাকার তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা পরিদপ্তর ও উহার সহিত সংযুক্ত সংস্থাসমূহের কর্মচারী সমিতির চতুর্থ জাতীয় কাউন্সিল অধিবেশনের উদ্বোধনকালে এই আহ্বান জানান। তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়া বলেন, জাতীয় সমৃদ্ধির জন্য ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

( ৭ম পৃ: ৭-এর ক: দ্র: )

## প্রধানমন্ত্রী

( প্রথম পৃ: পর )

প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতির সামনে আজ কারিগরি শিক্ষার বিস্তার একটি বড় কাজ। এ ব্যাপারে নারী সমাজের পালনীয় ভূমিকা রহিয়াছে। শিক্ষা সংস্কারে সকলের সহযোগিতা কামনা করিয়া তিনি বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করিতে হইলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ হইতে সেশন জট এবং সন্ত্রাসবাদের সমস্যার সমাধান করিতে হইবে। এ কাজে ব্যর্থ হইলে ভবিষ্যতে নেতা ও উন্নয়ন কর্মীর ঘাটতি দেখা দিবে।

সমিতির সভাপতি আবদুর রহিম খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ভাষণ দেন শিক্ষা মন্ত্রী জমিরউদ্দিন সরকার, বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নান, শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী অধ্যক্ষ ইউনুস খান, লে: কর্ণেল (অব:) আকবর হোসেন এমপি, সমিতির সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা ও সিনিয়র সহ-সভাপতি আলতাফুর রহমান এবং তেজগাঁও পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের অধ্যক্ষ আবদুল কাদের।

বেগম জিয়া আমাদের অর্থনীতিতে গতিশীলতা আনার জন্য উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং উহার প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই মুহূর্তের তাগিদ হইতেছে উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে উন্নততর প্রযুক্তির সমন্বয় সাধন। উন্নততর প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও জ্বালানিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে আরও সুফল লাভ করা সম্ভব। তিনি বলেন, সৌরশক্তি হইতে বিদ্যুৎ এবং আবর্জনা স্তূপ হইতে জৈবিক সার উৎপাদন করা যাইতে পারে। উন্নততর প্রযুক্তি নির্ভর পশু-পক্ষী ও মৎস্য চাষের মাধ্যমে দেশে 'পুষ্টি আন্দোলন' গড়িয়া তোলা সম্ভব এবং এ ধরনের উদ্যোগ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং বৈদেশিক মুদ্রা আয় বৃদ্ধির সহায়ক হইবে। এ প্রসঙ্গে তিনি জাপান, সিঙ্গাপুর, হংকং ও জার্মানীর দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরিয়া বলেন, ঐসব দেশ উন্নততর প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছিয়াছে। আমাদের তুলনায় ঐসব দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ বেশী নাই।

বেগম জিয়া বলেন, আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা বিদেশে গিয়া আধুনিক হেলিকপ্টার তৈরী করিয়া সুনাম অর্জন করিয়াছেন। তাই দেশে মেধার যে কোন ঘাটতি আছে তাহা ঠিক নহে।

পলিটেকনিক ও টেক্সটাইল ইনস্টিটিউটসমূহে কোন সেশন জট না থাকায় তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। তিনি জানান, কারিগরি শিক্ষা উন্নয়নের জন্য কিছু সুপারিশ সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রহিয়াছে। তিনি কর্মচারীদের সমস্যা সমাধানের জন্য সম্পদ উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। শুধুমাত্র কাজের মাধ্যমেই ইহা সম্ভব। তিনি আন্তরিকতার সাথে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে মনোনিবেশ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। ইহার পূর্বে প্রয়াত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করিয়া বিশেষ মোনাজাত করা হয়।